ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৪০ ● কলকাতা ● ২৮ মাঘ, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

রাজ্যের বাজেট অধিবেশন শুরুর আগেই মুখোমুখি মমতা ও শুভেন্দু

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

রাজ্যের বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনেই বিধানসভায় সম্মুখসমরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একসময় তৃণমূলের অন্যতম শীর্ষ নেতা ছিলেন শুভেন্দু, তবে আজ তিনি মমতার অন্যতম বড় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই দুই হেভিওয়েট নেতা-নেত্রীর মুখোমুখি হওয়ার মুহূর্তেই সৃষ্টি হল রাজনৈতিক উত্তাপ। বিধানসভায় ফের মুখোমুখি মমতা-শুভেন্দুঃ সোমবার রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের ভাষণের মাধ্যমে বাজেট অধিবেশনের সূচনা হয়। নির্ধারিত সময়েই বিধানসভায় পৌঁছে যান রাজ্যপাল। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিধানসভা কক্ষ থেকে বেরচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।ঠিক সেই সময় বিধানসভায় প্রবেশ করেন শুভেন্দু অধিকারী। মুখোমুখি হয়েই মমতা শুভেন্দুকে প্রশ্ন করেন, "যাবি না?"- অর্থাৎ তিনি রাজ্যপালকে স্বাগত জানাতে যাবেন কি না।

এরপর ৩ পাতায়

২৬০০০ চাকরি বাতিল:রায় স্থগিত, সব পক্ষের কথা শুনে কী পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় আসল তথ্য জানা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোমবার মামলার শুনানি পর্ব শেষ করার আগে এ কথা জানালেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না। এ অবস্থায় আদালত কী করতে পারে, তা নিয়েও প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির। সোমবার এই মামলায় বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য শোনে সুপ্রিম

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

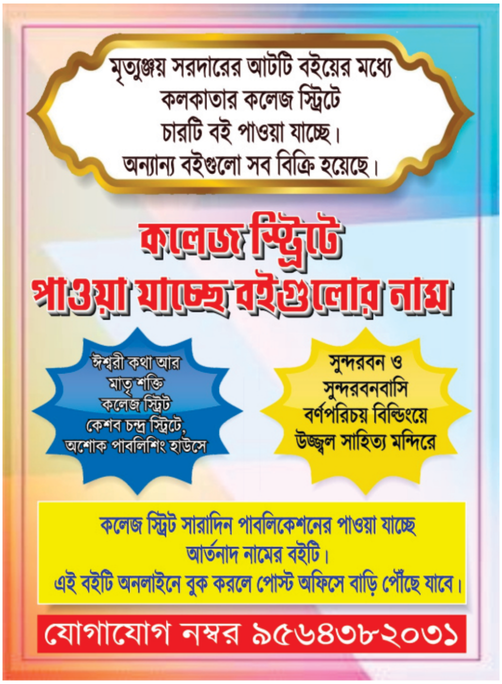

নিউটাউনে নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে গ্রেফতার টোটোচালক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নিউটউন ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল অভিযুক্ত টোটোচালক সৌমিত্র রায়কে। গত শনিবারই তাকে আটক করে বিধাননগর গোয়েন্দা বিভাগ ও নিউটউন থানার পুলিশ। ধৃতকে আদালতে তোলা হয়। তারপরেই অভিযুক্ত টোটো চালককে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।এদিকে, নিউটাউন লোহারপুল এলাকায় যেখানে নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল, সেখানে আজ NKDA-র কয়েকজন কর্মী এবং নিউটাউন থানার পুলিশ জায়গাটিকে পরিদর্শন করেন। NKDA-র পক্ষ থেকে লাইটের ব্যবস্থা করতে বলা হয় এবং ক্যামেরাও বসানোর কথা বলা হয়। এর পাশাপাশি প্রবেশপথ এবং বাহির পথ গেট বসানোর নির্দেশও দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, গোটা ঘটনায় অভিযুক্ত টোটোচালক ছাড়া আর কোনও ব্যক্তি জড়িত আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত চলছে।জানা গিয়েছে, নদিয়ার রানাঘাটের বাসিন্দা সৌমিত্র।তবে নিউটাউনের আদর্শ পল্লী এলাকায় ভাড়া থাকত সে। এলাকার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পরই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। গোটা ঘটনার তিন দিন পরও থমথমে এলাকা। নিরাপত্তার অভাবে ভুগছেন এলাকাবাসীরা। জানা গিয়েছে, এলাকার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। ওই সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় গত বৃহস্পতিবার রাত ১১টা বেজে ৪৯ নাগাদ জগতপুর ৭ নম্বর এলাকা থেকে ওই নাবালিকা একটি টোটোতে ওঠে গৌরাঙ্গ নগর বাড়ি যাবে বলে। এরপর টোটোর পিছনের সিটে বসে যায় নাবালিকা। অন্য যাত্রীরা উঠলে টোটো চালক নাবালিকাকে সামনের সিটে বসিয়ে নেয়। পরবর্তীতে ধৃত টোটো চালক নিউটাউনে অন্য যাত্রীদের নামিয়ে দেয়। তারপরেই নিউটাউন এর বিভিন্ন রাস্তায় ঘোরানোর পর লোহা ব্রিজের কাছে পরিত্যক্ত জঙ্গলে নিয়ে যায় নাবালিকাকে। এরপরই নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়। এমনই অভিযোগ ধৃত টোটো চালকের বিরুদ্ধে।যদিও ওই টোটো চালকের স্ত্রী জানিয়েছেন, তার স্বামী এমন কাজ করতে পারেন বলে তিনি মনে করেন না। তবে, তার স্বামী বাড়িতে মাঝেমধ্যেই ঝামেলা, এমন কী মারধরও করত বলে অভিযোগ তাঁর। ঘটনার দিন রাতেও তার স্বামী রাত ১২টা নাগাদ বাড়ি চলে আসেন বলে দাবি তাঁর। যদিও সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী সেই তথ্য মিলছে না বলে দাবি তদন্তকারীদের।

ওয়েভস ২০২৫-এ ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ সেশন-১এ গেম তৈরির শিক্ষা

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি , ২০২৫

আপনার যদি নিজের শহরের সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্পর্কে যথেষ্ট ধারনা থাকে, তাহলে সেই বিষয়ে জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি পাওয়ার একটি সুযোগ আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছে। ওয়ার্ল্ড অডিও ভিস্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সামিট- ওয়েভস ২০২৫-এ, এ সংক্রান্ত একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। 'সিটি কোয়েস্ট: শেডস অফ ভারত' শীর্ষক এই উদ্ভাবনমূলক শিক্ষণীয় গেম তৈরির প্রতিযোগিতার কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নগরোন্নয়নের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে যুব সমাজকে জানাতে এবং এ ধরনের নানা উদ্যোগের যোগদানে অনুপ্রাণিত করা যার অন্যতম উদ্দেশ্য। দেশের ৫৬টি শহরকে নিয়ে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শৈশবে খেলাধুলার আনন্দকে যাতে অংশগ্রহণকারী উপভোগ করতে পারেন, সেই বিষয়টিও

এরপর ৪ পাতায়

মহাকুম্ভ উপলক্ষে তীর্থযাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে ভারতীয় রেল সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি , ২০২৫

মহাকুম্ভ উপলক্ষ্যে প্রয়াগরাজে যে বিপুল জনসমাগম হয়েছে, সেখানে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে ভারতীয় রেল যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই প্রসঙ্গে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া ভুল তথ্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩৩০টি ট্রেন প্রয়াগরাজ অঞ্চলের ৮টি স্টেশনে আসা-যাওয়া করছে। এই ট্রেনগুলিতে ১২ লক্ষ ৫০হাজার যাত্রী সফর করেছেন। পুণ্যস্নানের পর যাত্রীদের যাতে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে না হয়, তার জন্য এই স্টেশনগুলি থেকে ৪ মিনিট অন্তর ট্রেন চালানো হচ্ছে।

মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে পরবর্তী অমৃত স্নানের জন্য পূণ্যার্থীদের আসা অব্যাহত রয়েছে। এরজন্য যে ট্রেনগুলি চালানো হচ্ছে, প্রতিটি ট্রেনে গড়ে ৩৭৮০ জন যাত্রী সফর করছেন। পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক শ্রী সতীশ কুমার, জোনাল এবং ডিভিশনাল রেল আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, প্রয়াগরাজ জংশন সহ প্রয়াগরাজ ছেওকি, নৈনি, সুবেদারগঞ্জ, প্রয়াগ, ফাফামৌ, প্রয়াগরাজ রামবাগ এবং ঝুসি স্টেশন থেকে নিয়মিত বিশেষ ট্রেন চালানো হচ্ছে। তবে অমৃত স্নানের দু'দিন আগে থেকে পরবর্তী দু'দিন পর্যন্ত প্রয়াগরাজ সঙ্গম স্টেশন বন্ধ রাখা হচ্ছে। প্রয়াগরাজে সড়ক পথে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে যানজটের কারনে পূণ্যার্থীদের যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তা নিরসনের জন্য রেল বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে। আজ বিকাল ৩টে পর্যন্ত ২০১টি বিশেষ ট্রেন প্রয়াগরাজের ৮টি স্টেশন থেকে ৯ লক্ষ যাত্রীকে নিয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে রওনা হয়েছে।

বর্তমানে প্রতিদিন ৩৩০টি ট্রেন প্রয়াগরাজের বিভিন্ন স্টেশনে পৌঁছাচ্ছে। গত মাসে মৌনি অমাবস্যার সময় এই সংখ্যা ৩৬০-এ পৌঁছেছিল। ভুয়ো খবরে বিভ্রান্ত না হতে যাত্রীদের শুধুমাত্র রেলের বিভিন্ন সূত্রের ওপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

(১ম পাতার পর)

২৬০০০ চাকরি বাতিল:রায় স্থগিত, সব পক্ষের কথা শুনে কী পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

কোর্ট।হাই কোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল রাজ্য সরকার। পৃথক ভাবে মামলা করে রাজ্যের শিক্ষা দফতর, এসএসসি এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তার পর সুপ্রিম কোর্টে দফায় দফায় মামলা করেন কয়েকশো চাকরিহারা। গত ৭ মে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ চাকরি বাতিল মামলায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয়। এ ক্ষেত্রে সেই সময় শীর্ষ আদালতের যুক্তি ছিল, যদি যোগ্য এবং অযোগ্য আলাদা করা সম্ভব হয়, তা হলে গোটা প্যানেল বাতিল করা ন্যায্য হবে না।তবে কারও বক্তব্যেই নতুন কিছু উঠে এল না। সিবিআই জানাল, তারা চাইছে ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের রায়ই বহাল থাকুক। স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) জানাল, 'র‍্যাঙ্ক জাম্প' এবং প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগের তথ্য থাকলেও ওএমআর শিট কারচুপির তথ্য তাদের কাছে নেই। সরকার পক্ষ জানাল, এত জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হলে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে।

সোমবার দুপুর ২টোয় শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি খন্নার এজলাসে শুনানি শুরু হয়। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলল শুনানি। শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছেন প্রধান বিচারপতি। সিবিআই সোমবার জানায়, এসএসসির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলে মনে করছে তারা। ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় হাই কোর্টের রায়কেই সমর্থন করছে তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, 'নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি হয়েছে। হাই কোর্টের রায় যথার্থ। ওই রায়ই বহাল রাখা হোক।' এই মামলায় অন্যতম সমস্যা হল যোগ্য এবং অযোগ্য বাছাই করার ক্ষেত্রে সমস্যা। কত জন যোগ্য এবং অযোগ্যকে বাছাই করা হয়েছে, তা নিয়েও এসএসসিকে প্রশ্ন করেন প্রধান বিচারপতি। তাতে কমিশনের আইনজীবী জানান, 'র‍্যাঙ্ক জাম্প' এবং প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগের তথ্য তাঁদের কাছে রয়েছে। কিন্তু ওএমআর শিট কারচুপির তথ্য কমিশনের কাছে নেই।

সে কথা শুনে প্রধান বিচারপতি খন্না বলেন, 'সমস্যা তো এখানেই। পঙ্কজ বনসলের সংস্থা থেকে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে আপনাদের তথ্য মিলিয়ে দেখেননি। আপনারা বলতে পারছেন না কোনটি আসল তথ্য। কিন্তু সিবিআইয়ের তথ্য গ্রহণ করলে বলতে হবে বনসলের তথ্য আসল। উল্টো দিকে অন্য পক্ষ বলছেন, তাঁদের নম্বর আসল। বনসলের তথ্য সঠিক নয়।'প্রধান বিচারপতি জানান, সমস্যা হল আসল ওএমআর শিট নেই। সে ক্ষেত্রে কোন ওএমআর শিটকে আসল বলে ধরে নেওয়া হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধান বিচারপতি। এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'এসএসসি না কি পঙ্কজ বনসলের সংস্থার কাছে তথ্য রয়েছে? অনেক সন্দেহ রয়েছে! পঙ্কজ বনসলের সংস্থা থেকে পাওয়া তথ্য নিয়ে সন্দেহ আছে। আসল তথ্য জানা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় আমরা কী করতে পারি?' তবে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি-র 'যোগ্য' চাকরিজীবীদের আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি সোমবার শীর্ষ আদালতে জানান, যোগ্য এবং অযোগ্য বাছাই করা সম্ভব। মামলার একটি পর্যায়ে এক আইনজীবী কলকাতা হাই কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার কোনও ভিত্তি নেই। মামলা চলাকালীন তাঁর সাক্ষাৎকার এবং চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে যোগদানের প্রসঙ্গও তোলেন ওই আইনজীবী। তবে আইনজীবীকে ওই সময়ে বিরত করে শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি খন্না বলেন, 'আমি দুঃখিত। এই বক্তব্য গ্রহণ করতে পারব না। তথ্যের উপর ভিত্তি করে সওয়াল করুন।' ওই আইনজীবীকে কোনও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে মন্তব্য না-করার পরামর্শ দেন প্রধান বিচারপতি। আদালত যে তথ্য এবং প্রমাণের ভিত্তিতে চলে, সে কথাও মনে করিয়ে দেন তিনি।এর আগে গত ২৭ জানুয়ারি এই মামলার শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টে। নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে কি না, সে বিষয়ে গত শুনানিতে জানতে চান শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি খন্না। নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া কতটা কঠিন, তা-ও জানতে চান তিনি। তখন মূল মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতে জানান, অনেকে চাকরির আবেদন না করেও নিয়োগ পেয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে যাঁরা চাকরির আবেদন করেছিলেন, তাঁদের আবার নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে বলে প্রধান বিচারপতির এজলাসে জানান বিকাশরঞ্জন। নিয়োগের পুরো প্যানেলই বাতিল করার জন্য গত শুনানিতে সওয়াল করেন বিকাশ।গত ২২ এপ্রিল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রায় ঘোষণা করেছিল কলকাতা হাই কোর্ট। হাই কোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল ঘোষণা করে। তার ফলে চাকরি যায় ২৫,৭৫৩ জনের। যাঁরা মেয়াদ-উত্তীর্ণ প্যানেলে চাকরি পেয়েছিলেন, যাঁরা সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। চার সপ্তাহের মধ্যে ১২ শতাংশ হারে সুদ-সহ বেতন ফেরত দিতে বলা হয় ওই চাকরিপ্রাপকদের।

(১ম পাতার পর)

রাজ্যের বাজেট অধিবেশন শুরুর আগেই মুখোমুখি মমতা ও শুভেন্দু

শুভেন্দুর স্পষ্ট উত্তর, "আমি যাব না"।

সেই সময় মমতার পাশে ছিলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দু তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন, "এটা তো ওঁর (স্পিকারের) কাজ। প্রোটোকল তাই বলে।"

এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনেই রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলের টানাপোড়েন আরও একবার প্রকাশ পেল।শুভেন্দুর বিস্ফোরক দাবি: রাজ্যপাল পরিবর্তিত ভাষণ পড়েছেন! বাজেট অধিবেশনে শুভেন্দু অধিকারী আরও একবার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ আনলেন।

তিনি দাবি করেন, রাজ্য যে ভাষণ লিখে দিয়েছিল, তা রাজ্যপাল পড়েননি।

তার বদলে রাজ্য নতুন করে ভাষণ লিখে দেয়, যা রাজ্যপাল পাঠ করেছেন।

শুভেন্দুর মতে, প্রথম ভাষণে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা ছিল, তাই তা বদলে ফেলা হয়।

এটি প্রথমবার নয়, অতীতেও মমতা-শুভেন্দুর মধ্যে একাধিকবার বাকযুদ্ধ হয়েছেঃ ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীকে হারাতে পারেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই থেকেই তাঁদের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়।

বিধানসভায় একাধিকবার একে অপরকে আক্রমণ করেছেন দু'জন। কিছুদিন আগেও মমতার ঘরে গিয়ে শুভেন্দু কথা বলেছিলেন, তবে দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের এই সাক্ষাৎ রাজনৈতিক মহলে আলোচনার জন্ম দেয়।বাজেট অধিবেশনের শুরুতেই বিধানসভায় নতুন করে মমতা-শুভেন্দুর রাজনৈতিক লড়াই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সম্পাদকীয়

আমিই দলে শেষ কথা, ফের একবার বিধায়কদের মনে করাতে হল মমতাকে

সংগঠনে শেষ কথা তিনিই। তৃতীয় তৃণমূল সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট অধিবেশনের আগে বিধায়কদের ফের একবার সেকথা মনে করিয়ে দিতে হল দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তৃণমূল বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেখানে পরিষদীয় বিষয় নিয়ে তেমন কোনও আলোচনাই হয়নি।

মমতার মন্তব্য কটাক্ষ করেছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমরা সবাই জানি তৃণমূল মানে মমতা। বিধায়কদের সামনে যখন মমতাকেই বলতে হচ্ছে সংগঠনে তিনিই শেষ কথা, তার মানে সংগঠনের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ চলে গিয়েছে। তৃণমূল তো কোনও দল নয়। তৃণমূল হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর আসেপাশে কিছু কাটমানিখোরের সমাহার। এর আগেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার একথা বলেছেন। তার মানে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করিয়ে দেওয়ার পরেও তাঁকে দলের সর্বোচ্চ নেত্রী বলে মানছেন না কেউ কেউ? অন্য কারও নির্দেশে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তাঁরা? তার মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি করা তৃণমূল কংগ্রেসে মমতারই আর কোনও দাম নেই। এতবার করে মমতাকে একই কথা বলতে হচ্ছে মানে তিনি তৃণমূলে আর শেষ কথা নন। বিধানসভায় বসে বরং আগামী বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিধায়কদের এখন থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছেন তৃণমূলনেত্রী।

এদিনের বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দলে কোনও গ্রুপবাজি মানব না। বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তাই এসব গ্রুপবাজি দূরে রেখে সংগঠনে মন দিন। পুরনো কর্মীদের কাছে যান। তাদের সক্রিয় করুন। আর মনে রাখবেন, সংগঠনে আমিই শেষ কথা। মুখ্যমন্ত্রী বিধায়কদের আরও বলেন, 'মহারাষ্ট্রে ও বিহারে অনলাইন ভোটার প্রক্রিয়ায় অনেক জালিয়াতি করেছে বিজেপি। সেই জালিয়াতি রুখে দিতে হবে বাংলায়।'

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চৌত্রিশতম পর্ব)

উপস্থিত না থাকলে এবং দান গ্রহণ না করলে কি করে তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করবেন তা ভেবে উঠতে পারছেন না।

এই বিপদে পড়ে কালীপ্রসাদ বাবু রামদুলাল সরকারের সাথে পরামর্শ করতে গেলেন। তিনি কায়স্থ সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তি।

সরকার মশাই কালীপ্রসাদ দত্তকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন বৃদ্ধ সন্তোষ রায়ের কাছে। বরিষার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের সন্তোষ রায় তৎকালীন কলকাতার হিন্দু সমাজের একজন প্রধান নেতা ছিলেন।

রামদুলাল বাবুর মুখে সব ঘটনা শুনে, সন্তোষ রায় কালীপ্রসাদ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২য় পাতার পর)

ওয়েভস ২০২৫-এ ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ সেশন-১এ গেম তৈরির শিক্ষা

নিশ্চিত করা হয়েছে।

এক সুস্থায়ী ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতা সহায়তা করবে। নিজের শহরের সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আপনার বিভিন্ন ধারনা তুলে ধরার সুযোগ এখানে পাওয়া যাবে। বিজয়ীদের মুম্বাইয়ে ওয়েভস ২০২৫-এর মূল অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হবে।

সিটি কোয়েস্ট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী একটি কম্পিউটারের সঙ্গে তাস খেলবে। প্রতিটি তাসে ৬টি বিষয় থাকবে। যার মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীর শহরের ক্ষুধা সংক্রান্ত সূচক, সুস্বাস্থ্য, লিঙ্গ-সাম্যের মতো বিভিন্ন বিষয়ে কতটা ধারনা রয়েছে, তা জানা যাবে। ২০২১ সালে নীতি আয়োগের নগরোন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সূচককে ব্যবহার করে ৫৬টি শহরের সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেগুলি এই প্রতিযোগিতায় স্থান পাবে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট শহরগুলির উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যাকে চিহ্নিত করা হবে। সেই সমস্যার সমাধানের জন্য নানা ধারনাও এই প্রতিযোগিতা থেকে সংগ্রহ করা হবে।

অংশগ্রহণকারীরা সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন উদ্যোগের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানতে পারবে। এই প্রতিযোগিতায় যে কোন বয়সী নাগরিক অংশ নিতে পারবেন। এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা গড়ে তোলা যাবে।

আইআইটি বম্বে ই-সেল-এর সদ্য সমাপ্ত একটি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি ই-সামিট ২০২৫-এ 'সিটি কোয়েস্ট: শেডস অফ ভারত' শীর্ষক শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতাটির বিষয়ে জানানো হয়। দুদিনের এই কর্মসূচিতে প্রাণশক্তিতে ভরপুর ৩০,০০০-এর বেশি ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছিলেন।

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেই পুরোহিত পার্বতীর অভিশাপে একজন কুষ্ঠরোগীতে পরিণত হয়ে জীবনযাপন করতে লাগল। কিছুকাল পর কিছু অপ্সরা মন্দিরে এল পুজো দিতে। পুরোহিতের এই অবস্থা দেখে কারণ জিজ্ঞেস করল। পুরোহিত তাদের সমস্ত গল্পই বলল। তখন সেই অপ্সরারা তাকে ষোল সোমবার করার পরামর্শ দিল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে রওনা হওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁর আমন্ত্রণে আমি ১০-১২ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্স সফরে যাব। প্যারিসে এআই অ্যাকশন সামিটে যৌথ পৌরোহিত্য করার পাশাপাশি বিশ্বনেতা এবং বিভিন্ন প্রযুক্তি সংস্থার সিইও-দের সঙ্গেও আমার বৈঠক হবে। সেখানে উদ্ভাবনা এবং জনকল্যাণে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ এবং বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ নিয়ে মতবিনিময়ের আয়োজন রয়েছে। এইসব বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

আমার সফরে দ্বিপাক্ষিক কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁর সঙ্গে ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে ২০৪৭ হরাইজন রোডম্যাপ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের অগ্রগতির পর্যালোচনা। আমরা ফ্রান্সের ঐতিহাসিক শহর মার্সেই-তে সে দেশে প্রথম ভারতীয় বাণিজ্য দূতাবাসের উদ্বোধন উপলক্ষে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাব। ইন্টারন্যাশনাল থার্মো-নিউক্লিয়ার এক্সপেরিমেন্টাল রিঅ্যাক্টর প্রকল্পও পরিদর্শন করব আমরা। বিশ্বকল্যাণের লক্ষ্যে শুরু হওয়া এই প্রকল্পে ভারতও অন্যতম অংশীদার। মাজারগুজ যুদ্ধ স্মারকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শহীদ ভারতীয় সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাব আমি।

ফ্রান্স থেকে আমি দু'দিনের সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাব প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমন্ত্রণে। আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। তাঁর ঐতিহাসিক নির্বাচনী জয় এবং জানুয়ারিতে শপথ গ্রহণের পর এটাই হবে আমাদের প্রথম বৈঠক। তবে, তাঁর প্রথম মেয়াদে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সার্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলায় একযোগে কাজ করার স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল।

এই সফর, তাঁর প্রথম মেয়াদে গড়ে ওঠা সহযোগিতার ভিত্তি আরও প্রসারিত করবে এবং প্রযুক্তি, বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, শক্তি ও সরবরাহ শৃঙ্খল সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করবে। দু'দেশের মানুষের পারস্পরিক কল্যাণ এবং সারা বিশ্বের উন্নততর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে আমরা কাজ করব।

নারী ও শিশু কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী ঠাকুরের নেতৃত্বে ভারতীয় প্রতিনিধি দল নিউ ইয়র্কে সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিশনে ৬৩-তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবে

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি , ২০২৫

সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিশন অর্থাৎ কমিশন ফর সোস্যাল ডেভেলপমেন্টের ৬৩-তম অধিবেশন বসবে ১০-১৪ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে। এই অধিবেশনে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী ঠাকুরের নেতৃত্বে ভারতীয় প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করবে। অধিবেশনে সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে সমাজ কল্যাণের জন্য সমন্বিত বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে মতবিনিময় হবে।

ভারত ১১ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনায় ঐক্যবদ্ধভাবে সামাজিক স্তরে সামঞ্জস্যতাকে শক্তিশালী করার বিষয়টি নিয়ে মতবিনিময় করবে। ভারতীয় প্রতিনিধিদল জটিল পরিস্থিতির সামাজিকভাবে মোকাবিলা করার নীতিসমূহ এবং সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নানা অধিকার নিয়ে আলোচনায়ও অংশ নেবে। সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে কী কী নীতি এবং উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়, সেই বিষয় নিয়েও ভারতীয় প্রতিনিধিদল মতবিনিময় করবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ভারতের অভিজ্ঞতা যেমন তুলে ধরা হবে, পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্তরে উদ্ভূত বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলার সময় বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা হবে। বিশ্বজুড়ে শক্তিশালী এক প্রাণবন্ত সমাজ গড়ে তুলতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

৩১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে ভারত বিভূতি সম্মানে ভূষিত করা হবে

মীনাক্ষী চৌধুরী, সাংবাদিক

নয়াদিল্লি, দেশের ৩১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে 'ভারত বিভূতি সম্মান' দেওয়া হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের এতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সার্ক জার্নালিস্ট ফোরামের সহযোগিতায়, সমাজসেবার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী সংস্থা 'অমরেন্দ্র ফাউন্ডেশন' কর্তৃক আগামী ২০২৫ সালের মার্চ মাসে রাজধানী দিল্লির রাজেন্দ্র ভবন অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে এই সম্মান প্রদান করা হবে। এর জন্য আবেদনপত্র আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

এই অনুষ্ঠানের বিষয়ে, কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা সংস্থার পৃষ্ঠপোষক এমপি শ্রী খগেন মুর্মুর

সাথে দেখা করেন এবং অনুষ্ঠানটি নিয়ে আলোচনা করেন। রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। সভায় এমপি শ্রী মুর্মুর সাথে ছিলেন সাংবাদিক ও সংগঠনের পরিচালক শ্রী নভেশ কুমার, জাতীয় নীতি নেত্রী শ্রীমতি বিনিতা হরিহরণ, সার্কের নির্বাহী চেয়ারম্যান ডঃ সমরেন্দ্র পাঠক, শ্রী ধর্মেন্দ্র সিং, শ্রী সুন্দর রাজন, শ্রী পীযূষ গোয়েঙ্কা, শ্রী অভিনব স্বামী এবং অন্যান্য সদস্যরা। আজ এখানে এই তথ্য জানান অনুষ্ঠানের মুখপাত্র সনন্ত সিং। তিনি বলেন, নির্বাচনের জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে, যার মধ্যে সমাজকর্মী, প্রাক্তন বিচারক, সিনিয়র সাংবাদিক এবং শিক্ষাবিদ ইত্যাদি রয়েছেন। তিনি বলেন, এর পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সেবার জন্য ব্যক্তিদের বিভিন্ন বিভাগে পুরষ্কার প্রদান করা হবে।

উল্লেখ্য যে এটি ভারত বিভূতি সম্মান অনুষ্ঠানের তৃতীয় বছর। এর আগে এটি ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশকে নেতৃত্বদানকারী অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে (এল.এস.) এই সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

দু'দিনে হাজারের বেশি গ্রেফতার বাংলাদেশে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শনিবার থেকে দেশের নানা প্রান্তে চলছে ধরপাকড়। দু'দিনে সহস্রাধিক মানুষকে গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলারক্ষী বাহিনী। কিন্তু কী এই 'ডেভিল হান্ট'? 'ডেভিল' বা 'শয়তান' বলতে কাদের বোঝানো হচ্ছে? কেনই বা এত ধরপাকড়?বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অবশ্য দাবি, গাজীপুরে একটি ডাকাতির খবর পেয়ে তা ঠেকাতে গিয়েছিলেন তাঁরা। সেই সময়ে তাঁদের মারধর করা হয়। গোটা ঘটনায় দায়িত্বে গাফিলতির কথা স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছেন গাজীপুরের পুলিশ কমিশনার। বিক্ষোভ সামলাতে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এর পরের দিনই আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী, নিরাপত্তা সংস্থাগুলির সঙ্গে বৈঠক করে ইউনূস সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। 'শয়তানের খোঁজ' অভিযানের সূচনা হয় সেই বৈঠক থেকে।

শনিবার গাজীপুরে গিয়ে ৪০ জনকে গ্রেফতার করে আইনশৃঙ্খলারক্ষী বাহিনী। তার পরের দিন ধরপাকড়ের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। উদ্ধার করা হয়েছে অনেক অস্ত্রশস্ত্র। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, 'শয়তানের খোঁজ' অভিযান দীর্ঘমেয়াদী হবে। দেশে শান্তি ফেরাতেই এই অভিযান। ফলে যত দিন না সেই উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে, তত দিন অভিযান চলবে।বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, শনিবার রাত থেকে রবিবার দুপুর পর্যন্ত 'শয়তানের খোঁজ' অভিযানে সারা দেশে মোট ১,৩০৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের অধিকাংশই প্রাক্তন শাসকদল আওয়ামী লীগের কর্মী বা সেই দলের সমর্থক। দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে খবর, বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত করতে, শান্তি ফেরাতে এই নতুন অভিযানের পরিকল্পনা। প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের বক্তব্য, এক দল মানুষ দেশ জুড়ে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। ষড়যন্ত্র এবং সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ছেন তাঁরা। এই দলের মূল উদ্দেশ্য, বাংলাদেশকে অশান্ত করে অন্তর্বর্তী সরকারের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করা। এই দলটিকে ঠেকাতেই কাজ করবে 'শয়তানের খোঁজ' অভিযান। মূলত পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুগামী এবং আওয়ামী লীগের সদস্যেরাই অশান্তি করছেন বলে অভিযোগ।যাঁরা অশান্তি সৃষ্টি করছেন, আগে তাঁদের চিহ্নিত করবেন আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যেরা। কী ভাবে তাঁরা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, তা শনাক্ত করা হবে। দেশের গোয়েন্দা বিভাগকে এ বিষয়ে বাড়তি সতর্ক এবং সক্রিয় হতে বলা হয়েছে। এর পর ওই সমস্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে দ্রুত আইন এবং বিচারব্যবস্থার আওতায় আনা হবে। 'শয়তানের খোঁজ' অভিযানের প্রাথমিক লক্ষ্য সেটাই।ঘটনার সূত্রপাত ধানমন্ডি থেকে। ৩২ নম্বর ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে সম্প্রতি ভাঙচুর চালানো হয়। ক্রেন নিয়ে এসে মুজিবের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটির অনেকটা অংশ ভেঙে ফেলা হয়। ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করা হয় ধানমন্ডিতে হাসিনার সুধা সদনেও। সেই ঘটনার সমালোচনা করে বিবৃতি দিয়েছিল ভারত সরকার। এর পর গাজীপুরে নতুন করে অশান্তি হয়। অভিযোগ, বাংলাদেশের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যেরা শুক্রবার সেখানে এক প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়িতে ভাঙচুর চালাতে গিয়েছিলেন। সেখানে স্থানীয়েরা তাঁদের পাল্টা মারধর করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সংঘর্ষে বেশ কয়েক জন আহত হন।

সিনেমার খবর

জীবনকে বিয়ের মাপকাঠিতে বিচার করা উচিত না: সোনাক্ষী

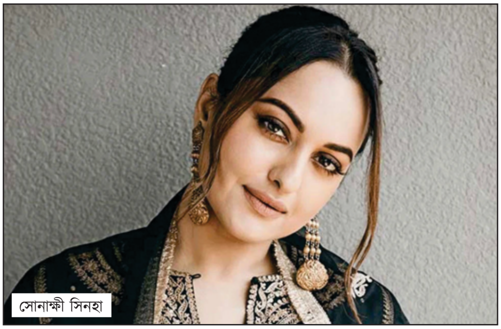
সোনাক্ষী সিনহা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ছয় বছর প্রেমের পর গেল বছরে প্রেমিক জাহির ইকবালের সঙ্গে বিয়ের পিড়িতে বসেছেন সোনাক্ষী সিনহা। ভিন্নধর্মে বিয়ে হওয়া নিয়ে বিতর্কও কম তৈরি হয়। বিয়ের পরে অভিনেত্রীর জীবন কতটা বদলেছে এমন প্রশ্নের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আরেকটি প্রশ্ন বরাবরই ওঠতে থাকে যে, বিয়ের পরে কি অভিনয় চালিয়ে যাবেন অভিনেত্রী? অবশেষে বিষয়টি নিয়ে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে মুখ খুললেন সোনাক্ষী। কথা বললেন বিয়ে, অভিনয় ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে।

বিয়ের পরে কাজ চালিয়ে যাওয়া, একান্তই নারীদের সিদ্ধান্ত। জীবনকে বিয়ের মাপকাঠিতে বিচার করা উচিত না বলে মনে করেন তিনি। জীবনে হয়তো নতুন কিছু জিনিস জুড়ে যায়। কিন্তু বিয়ের জন্য জীবন থেকে কোনও কিছু বিয়োগ হওয়া উচিত নয় বলেও মনে করেন সোনাক্ষী। তিনি নিজে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অভিনয় ছেড়ে দেওয়া প্রসঙ্গে ‘লুটেরা’ অভিনেত্রী বলেন, ‘এই প্রশ্ন খুব গভীর। জীবনকে বিয়ে দিয়ে বিচার করা উচিত নয়। বিয়ে জীবনের একটা অংশ মাত্র। বিয়েতে জীবনে কিছু সংযোজন হয়, বিয়োগ হয় না। তাই বিয়ের পরে কাজ করবেন কি না, সেটা সম্পূর্ণই নারীর ওপর নির্ভর করে। আমার কাছে কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমার কাজ ভালোবাসি। সকালে ঘুম থেকে ওঠে কাজে যাওয়ার মধ্যে আমি আনন্দ খুঁজে পাই।’

সোনাক্ষী আরও বলেন, আমি সৃজনশীল মানুষ। তাই কোনও কিছু সৃষ্টি করতে পারলে আমার খুব ভালো লাগে। তাই বিয়ের পরেও আমি কাজ করতে চাই। কিন্তু কেউ যদি কাজ না করতে চান, সেটাও ঠিক। এটা তাদের সিদ্ধান্ত।’

কেউ অর্থ সাহায্য চাইলে যা করতেন উত্তম কুমার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রুপালি পর্দায় তার ক্রেজ কমে যাবে, এই আশঙ্কায় লোকের সামনে আসতেন না উত্তম কুমার। সহ-অভিনেতাদের ধমক দিতেন জোর গলায়। উত্তম কুমার সিনেমায় থাকা মানেই সিনেমা হিট। তাই তাকে যেকোনো মূল্যে সিনেমায় কাস্ট করতেন প্রযোজকরা। সিনেমা পিছু কত টাকা পারিশ্রমিক নিতেন উত্তম, জানেন?

তার পিতৃপ্রদত্ত নাম অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়। সিনেমায় আসার পর একটি স্ক্রিন নাম হলো– উত্তমকুমার। এই নামের যথার্থতা বজায় রেখেছেন উত্তম।

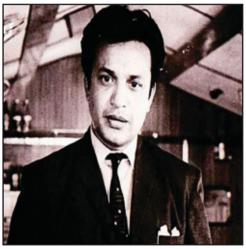

বাংলা সিনেমা জগতের সর্বকালের ‘উত্তম’ সুপার তারকা হিসেবে শীর্ষ আসনে বসে আছেন মহানায়ক। অনেকেই মনে করেন, সেই সিংহাসনে এখনও কেউ বসতে পারেননি। উত্তমকুমারের জনপ্রিয়তা আজও গগনস্পর্শী। তাকে সামনাসামনি খুব কম মানুষ দেখেছেন। প্রতি সিনেমা পিছু লাখ-লাখ টাকা পারিশ্রমিক নিতেন উত্তম। সেই সময় সিনেমা পিছু তার ফি ছিল ৪-৫ লাখ টাকা। সেই আমলে যা অনেক।

উপার্জন করলেও, উত্তমের ব্যয় ছিল বিপুল। সহকর্মী এবং পরিবারের সদস্যরাই বলেন, উত্তম কুমারের কাছে কেউ যদি অর্থাভাবের কথা বলতেন, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে টাকা বের করে দিয়ে দিতেন। বন্যার সময় ত্রাণ তহবিলের জন্য নিজেই টালিগঞ্জের রাস্তায় অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন।

গায়ে বস্তা জড়িয়ে রাস্তায় আমির খান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বলিউড সুপারস্টার আমির খান। নামটাই যেন সিনে-ব্যাকরণ শেখার জন্য যথেষ্ট। একাধারে তিনি যেমন পরিচালক, তেমনই ক্যামেরার খুঁটিনাটিও তার ভালোবাবেই জানা। এরই মধ্যে নতুন লুকে নেটপাড়ায় তুমুল শোরগোল ফেলেছেন মিস্টার পারফেকশনিস্ট।

পুরনো ছেঁড়া বস্তা গায়ে জড়িয়ে মোটা ভ্রু এঁকে, উসকো-খুসকো চুলে একেবারে গুহামানব লুক এনেছেন আমির খান। মুম্বাইয়ের রাস্তায় এলোমেলো চুলের অদ্ভুত লোকটিকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছিল। রহস্য উন্মোচিত হয় যখন পর্দার অন্তরালের একটি ছবি অনলাইনে ফাঁস হয়। ছবি প্রকাশের পর প্রথম দেখায় অনেকে ভেবেছিল এটা সম্ভবত ‘পিকে ২’র টিজার। ভারতের গণমাধ্যমগুলো বলছে, একটি বিজ্ঞাপনের জন্যই আমির খান গুহামানব অবতার ধারণ করেছেন। এই প্রচার কৌশলও নাকি আমির খানেরই মাথা থেকে এসেছে।

বিজ্ঞাপনের প্রচারের স্বার্থেই যে তিনি এমন লুক ধারণ করেছেন তার বুঝতে আর বাকি রইল না পুরো ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর।

‘লাল সিং চাড্ডা’র পর আর কোনো সিনেমা মুক্তি পায়নি। আমির জানিয়েছেন, তার নতুন সিনেমা ‘সিতারে জমিন পার’ মুক্তি পাবে চলতি বছরের বড়দিনে। এটি তার ‘তারে জমিন পার’-এর সিকুয়েল সিনেমা।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন আফগান পেসার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ছয় ফুটের বেশি উচ্চতা, কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা বাবরি দোলানো চুল, ৩০ গজের বৃত্ত পেরিয়ে যাওয়া দীর্ঘ রান আপ, আগ্রাসী বোলিং আর শরীরী ভাষা, খ্যাপাটে উদযাপন, সব মিলিয়ে আফগানিস্তানের শাপুর জাদরানকে আলাদা করে চোখে পড়ত খুব সহজেই। দলকে সাফল্য এনে দিয়েছেন অনেক। আফগান ক্রিকেটের শুরুর সময়ের এই তারকা এবার থামিয়ে দিলেন তার পথচলা।

প্রায় পাঁচ বছর ধরে অবশ্য আফগানিস্তান জাতীয় দলের বাইরে তিনি। স্বীকৃত ক্রিকেটে সবশেষ খেলেছেন আড়াই বছর আগে। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে অবসরের ঘোষণা দিলেন ৩৭ বছর বয়সী বাঁহাতি পেসার। ৪৪ ওয়ানডেতে ৪৩ উইকেট ও ৩৬ টি-টোয়েন্টিতে ৩৭ উইকেট নিয়ে শেষ হলো তার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার। তবে শুধু এই পরিসংখ্যান দিয়ে তাকে বিবেচনা করা যাবে না মোটেও। আফগান ক্রিকেটে তার আবেদন ও অবদান আরও অনেক বেশি।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আফগানিস্তানের আবির্ভাব এবং হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলার সময়টায় যে কইয়েকজন ক্রিকেটার বিশ্ব ক্রিকেটে সাড়া জাগিয়েছিলেন, শাপুর ছিলেন তাদেরই একজন। হামিদ হাসান, মোহাম্মদ নাবির সঙ্গে তিনিও ছিলেন সেই সময়ের বড় তারকা। আফগান ক্রিকেটের দারুণ কিছু সাফল্যের সঙ্গীও তিনি। বিশেষ করে, ২০১৫ বিশ্বকাপ তো ভোলার নয় কখনোই। ওই আসরে ১০ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। এর মধ্যে ছিল ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভেন স্মিথ, কেন উইলিয়ামসন, তিলাকারাত্নে দিলশানদের উইকেট। বৈশ্বিক আসরে আফগানিস্তানের প্রথম জয়ের সঙ্গেও খোদাই হয়ে আছে শাপুরের নাম। ওই বিশ্বকাপেই ডানেডিনে চার উইকেট নিয়ে তিনি স্কটল্যান্ডকে আটকে রেখেছিলেন ২১০ রানে।

স্কটল্যান্ড রান তাড়ায় ১৯২ রানে নবম উইকেট হারায় আফগানরা। দশে নামা হামিদ হাসান ও এগারো নম্বরে নামা শাপুর এরপর স্নায়ুর চাপকে হারিয়ে রোমাঞ্চকর শেষ জুটিতে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দেন দলকে। চার উইকেট নেওয়ার পর ব্যাটিংয়ে ১০ বলে ১২ রান করে ম্যান অব দা ম্যাচ হয়েছিলেন শাপুর।

বিদায় বেলায় পেছন ফিরে তাকিয়ে শাপুর সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানালেন কঠিন ভ্রমণে তাকে সাহস জোগানোর জন্য। তিনি জানান, "আফগান ক্রিকেটের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং সময়ে আমার পথচলা শুরু হয়েছিল। অনেক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছি, সীমিত রসদ নিয়ে লড়েছি, অনেক বাধা পেরিয়েছি, কিন্তু কখনোই বিশ্বাস হারাইনি। ক্রিকেট সমর্থকদের সমর্থন, সতীর্থরা, কোচরা এবং বিশেষ করে আমার পরিবার পাশে থেকে প্রতিটি বাধা পার হতে সহায়তা করেছে আমাকে। সবার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমার পরিবার, বন্ধু, সমর্থক ও আফগানিস্তানের মানুষদের ভালোবাসা, দোয়া ও অটুট সমর্থন আমার সবসময়ের সবচেয়ে বড় শক্তি। এটার জন্য আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।"

সালাহর মাইলফলকের ম্যাচে লিভারপুলের দাপুটে জয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মোহাম্মদ সালাহর জোড়া গোলে বোর্নমাউথের বিপক্ষে ২-০ গোলের ব্যবধানে জিতেছে লিভারপুল। লিগে এ নিয়ে টানা ১১ ম্যাচ অপরাজিত থাকলো দলটি। দুর্দান্ত জয়ে পয়েন্টের ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নিয়েছে টেবিলটপার লিভারপুল। দুইয়ে থাকা আর্সেনালের চেয়ে ৯ পয়েন্ট এগিয়ে গেছে অলরেডরা।

২৩ ম্যাচে লিভারপুলের পয়েন্ট ৫৬। সমান ম্যাচে আর্সেনালের পয়েন্ট ৪৭। এক ম্যাচ বেশি খেলে আর্সেনালের সমান পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে নটিংহ্যাম ফরেস্ট। শনিবার রাতে বোর্নমাউথের মাঠে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। দারুণ ছন্দে থাকা সালাহ এই ম্যাচে প্রথম গোলটি করেই নাম লেখান দারুণ এক মাইলফলকে। এটি ছিল ইউরোপে সব দল মিলিয়ে সালাহর ৩০০তম গোল। এই ম্যাচ শেষে যা হয়েছে ৩০১। আর লিভারপুলের জার্সিতে সালাহর গোলসংখ্যা এখন ২৩৬। এর মধ্য দিয়ে প্রিমিয়ার লিগে চলতি মৌসুমে সালাহর গোলসংখ্যা এখন ২১।

এ নিয়ে লিভারপুলের হয়ে পাঁচ মৌসুমে লিগে ২০ বা তার বেশি গোল করলেন সালাহ। এর আগে ২০১৭-১৮ (৩২), ২০১৮-১৯ (২২), ২০২০-২১ (২২) ও ২০২১-২২ (২৩) মৌসুমে এই কীর্তি গড়েছিলেন সালাহ। সালাহ ছাড়া ৫ বা তার বেশি মৌসুমে ২০ বা তার বেশি গোল করার কীর্তি গড়েছিলেন অ্যালান শিয়ারার (৭ বার), সের্হিও আগুয়েরো (৬ বার), হ্যারি কেইন (৬ বার) ও থিয়েরি অঁরি (৫ বার)।

সালাহ প্রথম গোল করেন ৩০ মিনিটে পেনাল্টি শটে। ডি-বক্সের ভেতর লিভারপুলের কোডি গাকপোকে ফাউল করেন স্বাগতিক দলের লুইস কুক। ৭৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন সালাহ। কার্টিস জোনসের অ্যাসিস্টে গোলটি করেন মিশরীয় ফরোয়ার্ড। এতে ২-০ তে এগিয়ে যায় লিভারপুল।

কষ্টার্জিত জয়ে লিগ জমাল বার্সেলোনা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

টানা চার ম্যাচে পয়েন্ট হারানোর পর টানা দ্বিতীয় জয় পেলো বার্সেলোনা। রবিবার (২ ফেব্রুয়ারি) অলিম্পিক স্টেডিয়ামে লা লিগার ম্যাচে আলাভেসকে ১-০ গোলে হারিয়েছে কাতালনরা। ম্যাচে একমাত্র গোলটি করেছেন লেভানডোভস্কি।

স্তাদিও অলিম্পিক লুইস কোম্পানিসে পাওয়া বার্সার এই জয় লা লিগার পয়েন্ট টেবিলে নিয়ে এসেছে নতুন রোমাঞ্চ। বর্তমানে ২২ ম্যাচ খেলে সবার ওপরে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট ৪৯। সমান ম্যাচে বার্সার পয়েন্ট এখন ৪৫। আর দুইয়ে আতলেতিকো মাদ্রিদের পয়েন্ট ২২ ম্যাচে ৪৮। অর্থাৎ শীর্ষে থাকা রিয়ালের চেয়ে বার্সা এখন পিছিয়ে আছে ৪ পয়েন্টে। আর আতলেতিকোর সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান ৩। পয়েন্ট তালিকার এমন চিত্র সামনের দিনগুলোয় লা লিগায় হাড্ডাহাড্ডি শিরোপা লড়াইয়েরই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ঘরের মাঠে বার্সা অবশ্য জয়টা একেবারেই অনায়াসে পায়নি। ম্যাচজুড়ে বলের দখল ও আক্রমণে বার্সা এগিয়ে থাকলেও, সুযোগ তৈরি করতে বেগ পেতে হচ্ছিল স্বাগতিক আক্রমণভাগকে।

এর মধ্যে চোট নিয়ে ম্যাচের শুরুতে গাভি মাঠ ছাড়লে পরিস্থিতি আরও খারাপ

বার্সার জন্য। প্রথমার্ধে ধুঁকতে থাকা বার্সা তো একটির বেশি লক্ষ্যে শটও নিতে পারেনি। এ সময় আলাভেসের রক্ষণও ছিল বেশ দৃঢ়। বিরতির পর গোলের জন্য আরও মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে বার্সা। শেষ পর্যন্ত বার্সা স্কোর করে ম্যাচের ৬১ মিনিটে। লেভানডোফস্কির ভলিতে লিড নেয় কাতালানরা। এবারের লিগে পোলিশ তারকার এটি ১৭তম গোল। এগিয়ে যাওয়ার পর গোলের আরও কিছু সুযোগ তৈরি করে বার্সা।

কিন্তু কোনোটাই ব্যবধান বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। অন্য দিকে প্রথমার্ধে কোনো সুযোগ তৈরি করতে না পারা আলাভেস দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকবার আক্রমণে গিয়েছিল, যদিও তাতে সমতা ফেরাতে পারেনি দলটি। শেষ পর্যন্ত স্বস্তির এক জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে হান্সি ফ্লিকের দল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR